610 - বে-নামাযীর তওবা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি আমার জন্দিগেরি একটা দীর্ঘসময় নামায আদায় করনিি। আমি আল্লাহ্র কাছে তওবা করে গত দুই বছর ধরে নয়িমতি নামায আদায় করছি। জীবনরে যে দীর্ঘসময় নামায আদায় করনিি সটোর কী হুকুম হবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

আপনি আপনার উপর আল্লাহ্র নয়োমতরে কথা স্মরণ করুন যে, আপনি বে-নামাযী ছলিনে; কন্তিু আল্লাহ্ আপনাকে ইসলামরে দকিে ফরিয়িে এনছেনে। সুতরাং ওয়াক্তমত নয়িমতি নামাযগুলো আদায় করুন। বশেি বশেি নফল নামায আদায় করুন; যাতে করে এ নফল নামাযগুলো আপনার ছুটে যাওয়া ফরয নামাযরে প্রতকিার হতে পারে। যমেনটি এসছেে হুরাইছ বনি ক্বাবসিা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদসিে তনিি বলনে, আমি মদনিায় আসার পর দোয়া করলাম: হে আল্লাহ্, আমার জন্য একজন সৎ সঙ্গি পাওয়া সহজ করে দনি। এরপর আমি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর মজলসিে বসে বললাম, আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করছে,ি আল্লাহ্ যনে আমাকে একজন সৎ সঙ্গি দান করনে। আপনি আমাকে এমন একটি বাণী শুনান যে বাণীটি আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে শুনছেনে; আশা করি সে বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করবনে। তখন তনিি বললনে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছে তিনি বলনে: কয়িামতরে দনি বান্দার কাছ থকেে সর্বপ্রথম যে আমলরে হসিাব নয়ো হবে সটো হচ্ছে- নামায। যদি নামায ঠকি থাকে তাহলে সে উত্তীর্ণ ও সফলকাম হবে। আর যদি নামায ঠকি না থাকে তাহলে সে ব্যর্থ ও বফিল হবে। যদি তার ফরয নামাযে কছিু ঘাটতি থাকে তখন রব্ব বলবনে: দখে; আমার বান্দার কোন নফল আমল আছে কি? থাকলে সটো দয়িে ফরযরে ঘাটতি পূরণ করা হবে। এভাবে তার বাকী আমলগুলোরেও হসিাব নয়ো হবে।”[সুনানে তরিমযিি (৪১৩), সহহিুল জামে (২০২০)]

সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হাদসিটি আনাস বনি হাকীম আল-যাব্বি থকেে বর্ণতি হয়ছেে যে, তনিি মদনিায় আসার পর আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত হল। তনিি আমার বংশ-পরচিয় জজ্ঞিসে করলনে। আমি আমার বংশ-পরচিয় উল্লখে করলাম। এরপর তনিি বললনে: ওহে যুবক, আমি কি তোমাকে একটি হাদসি বর্ণনা করব না? আমি বললাম: অবশ্যই; আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। (বর্ণনাকারী ইউনুছ বলনে: আমার ধারণা হচ্ছে- তনিি কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেইে বর্ণনা করছেনে।) তনিি বলনে: কয়িামতরে দনি মানুষরে কাছ থকেে সর্বপ্রথম যে আমলরে হসিাব নয়ো হবে সটো হচ্ছে-

নামায। তনিি বলনে, আমাদরে রব্ব ফরেশেতাদরেকে বলবনে -অথচ তনিি সম্যক অবগত-: তোমেরা আমার বান্দার নামায দখে; আমার বান্দা কি নামায পরপিূর্ণভাবে আদায় করছে;ে নাকি নামাযে ঘাটতি আছ?ে যদি নামায পরপিূর্ণ পাওয়া যায় তাহলে নামায পরপিূর্ণ হসিবেে লখো হব।ে আর যদি নামাযে ঘাটতি পাওয়া যায় তখন রব্ব বলবনে: দখে, আমার বান্দার নফল নামায আছে কনিা? যদি নফল নামায থাকে তখন বলবনে: নফল দয়িে আমার বান্দার ফরযরে ঘাটতি পূরণ কর। এভাবে অন্য আমলগুলোর হসিাব নয়ো হব।ে”[সহহিুল জামে (২৫৭১)]

বে-নামাযরি তওবার ব্যাপারে আরও বস্তিারতি জানতে 91411 নং প্রশ্নোত্তরটি দখেুন।